দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 11 JAN 1996
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৩

আগামীকাল থেকে সরকারী স্কুলে ভর্তি পরীক্ষা ॥ অর্ধশত নামী প্রতিষ্ঠানে ফরম বিক্রি সোয়া লাখ

শরিফুজ্জামান পিন্টু

আগামীকাল বৃহস্পতিবার রাজধানীর সরকারী মাধ্যমিক স্কুলসমূহে ভর্তি পরীক্ষা শুরু হচ্ছে। তিন গ্রুপে প্রতিদিন আটটি করে ২৪টি সরকারী স্কুলের ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। নামকরা বেসরকারী মাধ্যমিক স্কুলে ভর্তি প্রক্রিয়া প্রায় শেষের পথে। অধিকাংশ সরকারী ও বেসরকারী প্রাথমিক স্কুলের ভর্তিও এ সপ্তাহের মধ্যে শেষ হবে। কোন কোন স্কুলে এখনও হরদম ভর্তি ফরম বিক্রি হচ্ছে। শেষ পর্যন্ত রাজধানীর নামকরা প্রায় অর্ধশত প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুলে প্রায় সোয়া লাখ ভর্তি

(১১-এর পাতায় দেখুন)

আগামীকাল

(প্রথম পাতার পর)

ফরম বিক্রি হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। সব মিলিয়ে গত নবেম্বরের মাঝামাঝি থেকে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুলে ভর্তির জন্য নগরীর ঘরে ঘরে যে ভর্তিজ্বর উঠেছিল তা উপশম হবে ১৫ জানুয়ারির মধ্যে।

রাজধানীর অভিভাবক ও শিশু-কিশোরদের ব্যস্ততা, আবেগ-উৎকণ্ঠা ও পড়াশোনা এখন চূড়ান্ত পর্যায়ে। একটি ভাল স্কুলে ভর্তির আশায় অধিকাংশ পরিবারে চলছে ভর্তি পরীক্ষার তুমুল প্রস্তুতি। কর্মস্থল থেকে ছুটি নিয়েছেন অনেক অভিভাবক। প্রাইভেট টিউটরের দায়িত্ব বাড়িয়ে দেয়া হয়েছে। গাইড বইয়ের স্তূপবেষ্টিত হয়ে আছে সেদিন হাঁটতে ও কথা বলতে শেখা ছোট শিশুটি। পড়ায় মনোযোগী করার জন্য আগের তুলনায় সন্তানের আদর-আপ্যায়ন ও দাবি পূরণের আশ্বাস বাড়িয়ে দেয়া হয়েছে। ডোনেশনের টাকা দিতে প্রস্তুত উৎকণ্ঠিত অভিভাবক। প্রভাবশালী অভিভাবক নিজে অথবা অন্যের মাধ্যমে মোক্ষম সময়ে টেলিফোন তদবিরের অপেক্ষায় প্রহর গুনছেন। এ সবের পিছনে একটি মাত্র কারণ, নামকরা স্কুলে সোনার হরিণতুল্য একটি আসনে নিজ সন্তানকে ভর্তি করা।

জানা যায়, রাজধানীতে প্রাইমারী পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রায় ১২শ'। এর মধ্যে সরকারী ৩শ' ২৫টি, বেসরকারী ৫০টি ও বাকি প্রায় ৮শ' কিন্ডারগার্টেন। প্রাথমিক পর্যায়ের সরকারী ও বেসরকারী স্বীকৃত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বড়জোর ২৫টি। প্রায় সব অভিভাবকের টার্গেট নামকরা এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে শিশুর প্রাথমিক শিক্ষা শুরু করা। যে কারণে এসব স্কুলে প্রতিটি আসনের বিপরীতে ১৫ থেকে ২০ জন ছাত্রছাত্রী আবেদন করছে। হলিক্রস স্কুলে প্রথম শ্রেণীতে এক শ' আসনের জন্য ফরম বিক্রি হয়েছে প্রায় দু'হাজার। ভিকারুন্নেসা স্কুলেও প্রথম শ্রেণীতে প্রায় এক শ' আসনের জন্য দেড় হাজার ছাত্রছাত্রী আবেদন করেছে। জানা যায়, রাজধানীর অধিকাংশ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কেবল প্রথম শ্রেণীতে ভর্তি করা হচ্ছে। বিশেষ করে নামকরা বিদ্যালয়ে একবার ভর্তি হলে কেউ আসন ছাড়ে না। এসব স্কুলে ফেলের হারও খুব কম। যে কারণে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত সাধারণত আসন খালি হয় না। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুযায়ী, প্রাইমারী পর্যায়ের প্রায় ১২শ' শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রায় এক লাখ শিশু-কিশোর ভর্তির সুযোগ রয়েছে। অখ্যাত স্কুল ও কিন্ডারগার্টেনে সাধারণত ভর্তি ফরম ছাড়া হয় না। তবে সরকারী ও বেসরকারী উল্লেখযোগ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে শেষ পর্যন্ত প্রায় সোয়া লাখ ভর্তি ফরম বিক্রি হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। গতবছর ফরম বিক্রি হয়েছিল প্রায় এক লাখ।

এদিকে ভাল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির সুযোগ না পেলেও প্রতিটি শিশু-কিশোর কোন না কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হয়। বিশেষ করে অখ্যাত প্রাথমিক বিদ্যালয় ও কিন্ডারগার্টেন প্রায় অর্ধলাখের বেশি শিশু-কিশোর ভর্তি করে। অভিজ্ঞ মহলের ধারণা, বর্তমান সরকারী ও বেসরকারী প্রায় ৩শ' ৭৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার সামগ্রিক মান উন্নত করা গেলে প্রাথমিক পর্যায়ে ভর্তি সঙ্কট অনেকটা দূর করা সম্ভব। এক্ষেত্রে নামকরা স্কুলের শিক্ষা পদ্ধতি, শিক্ষা উপকরণ ও শিক্ষক নিয়োগ পদ্ধতি অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত হতে পারে। এছাড়া রাজধানীতে জনসংখ্যার হার ও শিক্ষার প্রতি আগ্রহ বেড়ে যাওয়ায় আধুনিক ও উন্নতমানের প্রাথমিক স্কুল প্রতিষ্ঠা জরুরী হয়ে পড়েছে।

এদিকে ঢাকা শহরে রয়েছে ৩শ' ৪২টি মাধ্যমিক স্কুল। এর মধ্যে ২৪টি সরকারী ও ৩শ' ১৮টি বেসরকারী। নামকরা বেসরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি প্রক্রিয়া চলছে। পহেলা জানুয়ারি থেকে সরকারী মাধ্যমিক স্কুলে ভর্তি ফরম বিক্রি শুরু হয়েছে। স্কুলবিশেষ ৮ থেকে ১১ জানুয়ারি পর্যন্ত ফরম বিক্রি চলবে। ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবার তিন দিনের মধ্যে প্রত্যেক স্কুলে নির্বাচিত ও অপেক্ষমাণ ছাত্রছাত্রীদের তালিকা ঝুলিয়ে দেয়া হবে। প্রথম দিনে বৃহস্পতিবার অনুষ্ঠিত হবে সরকারী বিজ্ঞান কলেজ এন্ড স্কুল, তেজগাঁও সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়, মিরপুর স্কুল, মোহাম্মদপুর সরকারী হাই স্কুল, খিলগাঁও স্কুল, আরমানিটোলা স্কুল, শেরেবাংলানগর বয়েজ স্কুল ও গার্লস স্কুলের ভর্তি পরীক্ষা। ১৪ জানুয়ারি দুপুর বারোটায় ফল প্রকাশিত হবে।

আগামী ১৩ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত হবে গবর্নমেন্ট ল্যাবরেটরী হাই স্কুল, মতিঝিল বয়েজ স্কুল ও গার্লস স্কুল, ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল, টিকাটুলীস্থ কামরুন্নেছা গার্লস স্কুল, তেজগাঁও গার্লস স্কুল, ধানমণ্ডি বয়েজ ও গার্লস স্কুলের ভর্তি পরীক্ষা। ১৬ জানুয়ারি দুপুর ১২টায় এসব স্কুল ভর্তি পরীক্ষার ফল প্রকাশ করবে।

সরকারী মাধ্যমিক স্কুলে সর্বশেষ পরীক্ষা নেয়া হবে ১৪ জানুয়ারি। ঐদিন নবাবপুর স্কুল, নারিন্দা স্কুল, ঢাকা মুসলিম হাই স্কুল, ইসলামীয়া হাই স্কুল, গণভবন স্কুল, ধানমণ্ডিস্থ কামরুন্নেসা গার্লস স্কুল, নিউ গবর্নমেন্ট গার্লস হাই স্কুল ও বাংলাবাজার গার্লস স্কুলের ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। ফল প্রকাশিত হবে ১৭ জানুয়ারি।

অন্যদিকে সন্তানকে ভর্তি করার জন্য উৎকণ্ঠিত ও প্রভাবশালী অভিভাবক সর্বশেষ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন বলে জানা গেছে। ২০ হাজার থেকে শুরু করে এক লাখ টাকা দিয়েও অনেকে সন্তানকে ভাল স্কুলে ভর্তি করতে প্রস্তুত। তবে কয়েকটি নামীদামী বেসরকারী স্কুলে ডোনেশন নেয়া হয়। সরকারী স্কুলে টেলিফোন তদবির চলে বেশি। যেসব শিশু-কিশোর ভর্তি পরীক্ষায় প্রথম দিকে থাকতে পারবে না, যাদের অভিভাবকের আর্থিক অবস্থা ভাল নয় অথবা টেলিফোন তদবিরের সুযোগ নেই তাদের হোঁচট খেতে হবে শিক্ষা জীবনের শুরুতে। শত চেষ্টা করেও তাদের ভাল স্কুলে পড়ার সুযোগ নেই বললেই চলে।